বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-১/২০১৯

জনাব মোস্তফা কামাল — ফরিয়াদি
চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ
ফ্রেশ ভিলা, বাড়ি নং-১৫
রোড নং-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

বনাম

১। জনাব এ এমএম বাহাউদ্দীন — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব
২। জনাব মোক্তার হোসেন মোল্লা
প্রতিবেদক, দৈনিক ইনকিলাব
সর্ব সাং ইনকিলাব এন্টারপ্রাইজ এন্ড পাবলিকেশন্স লি:
২/১ আরকে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১২০৩।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। খন্দকার মুনীরুজ্জামান	সদস্য
৩। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা	সদস্য

ফরিয়াদি	: উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	: উপস্থিত
শুনানির তারিখ	: ১৫/০৯/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	: ০৬/১০/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি তাঁর আর্জিতে নিবেদন করেন যে, সম্পাদক ও প্রকাশক এ এম এম বাহাউদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় গত ৩১/০৫/২০১৯খ্রি. তারিখে উপরিউক্ত শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। ফরিয়াদি উল্লেখ করেন, তিনি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান এবং বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিল্প গ্রুপ "মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ" এর চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সম্পদশালী ব্যক্তি এবং তিনি বাংলাদেশের একজন স্বানামধন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও একজন বৃহৎ নিবন্ধিত করদাতা। ফরিয়াদির "মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ" ১৯৮৪ সাল হতে যাত্রা শুরু করে সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে একটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে। উক্ত মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় শতাধিক।

ফরিয়াদির মালিকানাধীন উল্লেখিত কোম্পানীসমূহ বাংলাদেশ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ ও ফার্মস এর সাথে যথাযথভাবে নিবন্ধিত এবং সরকারের অন্যান্য বিভাগ যেমন বিনিয়োগ বোর্ড, ভ্যাট বিভাগ, ট্যাক্স বিভাগ, আমদানি ও রপ্তানি বিভাগ ইত্যাদির সাথে যথাযথভাবে নিবন্ধিত।

ফরিয়াদি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত মেঘনা ঘাট এলাকায় নিজস্ব ক্রয়কৃত এবং সরকার হতে বরাদ্দকৃত কয়েক শত একর সম্পত্তির উপর নিজস্ব অর্থায়নে এবং সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের অর্থায়নে বিশাল পরিসরে "শিল্প পার্ক" স্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন উন্নত মানের সর্বাধুনিক মেশিনারিজ বিদেশ হতে আমদানি করে দেশী ও বিদেশী স্বনামধন্য প্রকৌশলী দ্বারা "শিল্প পার্ক" এর বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে উক্ত মেশিনারিজ স্থাপন করে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত বিশুদ্ধভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, সয়াবিন তৈল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, ড্রিংকিং ওয়াটার, লবণ, চিনি, আটা, ময়দা, সুজি, দুধ, মসল্লা, সিমেন্ট, পোলট্রি ও ফিস ফিড এবং পিপি ওভেন ব্যাগ ইত্যাদি পণ্য মানসম্পন্নভাবে উৎপাদন করে "FRESH" ব্র্যান্ড নামে সুনামের সাথে বাজারজাত করে আসছে। তা ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার হতে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করে কিয়দাংশ নিজের ফ্যাক্টরিতে ব্যবহার করে বাকি সিংহভাগ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য অনেক অবদান রাখছে।

উক্তরূপে ফরিয়াদির মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিদেশ হতে আমদানিকৃত পণ্যের উপর যথাযথ আমদানি শুল্ক পরিশোধ করে এবং উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাত করার সময়ে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত বিভিন্ন ভ্যাট এবং ট্যাক্স রীতিমত প্রদান করছে। এভাবে ফরিয়াদির মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বিভাগে বিশাল অংকের ট্যাক্স প্রতি বছর পরিশোধ করে আসছে। এ ছাড়া ফরিয়াদি "মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এ হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান করে বেকারত্ব অবসানে বাংলাদেশের জন্য অনবদ্য অবদান রেখেছে। ফরিয়াদি "মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ" এর মাধ্যমে দেশীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে সুনামের সাথে অবদান রাখছে এবং উক্ত সুনামের কারণে তিনি ব্যবসায়ী মহলসহ সামাজিক মহলে অত্যন্ত সম্মানিত এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হচ্ছেন।

"মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ" স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল হতে দেশের জনগণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনপূর্বক সুনামের সাথে বাজারে সরবরাহ করে আসছে। এজন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় প্রায় অর্ধ শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনাপূর্বক প্রায় ৩০ ত্রিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সরকারি কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে আসছে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে সরকারের অভিযানকে মেঘনা গ্রুপ সব সময় স্বাগত জানায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেঘনা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মেঘনা নদীর পাড়ে ক্রয়কৃত রেকর্ডিয় ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সরকারি বন্দোবস্ততকৃত সম্পত্তিতে স্থিত।

স্বাভাবিক নিয়মে যোগাযোগ সুবিধার কারণে মেঘনা নদীর পাড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হলেও মেঘনা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। উপরন্তু, নদীর পাড় ভাঙ্গন হতে রক্ষাসহ সকল রকম নদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরিয়াদি আরও নিবেদন করেন যে, প্রকাশিত প্রতিবেদন তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিশেষভাবে নিম্নবর্ণিত অংশসমূহ তাকে আঘাত করেছে: ***"ওই প্রতিষ্ঠানটি সোনারগাঁও উপজেলার আষাড়ীয়ার চর এলাকায় মেনীখালী নদীর প্রায় ২ কিলোমিটার নদী ভরাট করে দখল করে নেয়।"***
"উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় এলাকাবাসী জানায়, বিআইডাব্লিউটিএ বিশেষ সুবিধা পেয়ে মেঘনা গ্রুপে উচ্ছেদ অভিযান চালায়নি।"
"জানা গেছে খরস্রোতা বহমান মেঘনা নদী ব্যাপকভাবে দখল করেছে মেঘনা গ্রুপ। সোনারগাঁও উপজেলার বিভিন্ন মৌজায় এবং বিভিন্ন এলাকায় মেঘনা গ্রুপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে নদী দখল করে। অভিযোগ রয়েছে, নদী দখলের পাশাপাশি ভূয়া দলিলে সাধারণ মানুষের জমিও দখল করে নেয় মেঘনা গ্রুপ। উপজেলার মেঘনা তীরবর্তী বিভিন্ন পয়েন্ট চর রমজান সোউল্লাত, আষাড়ির চর, চর লাউয়াদি, পূর্ব দামোদরদী, নরসুলদী ও নয়াপাড়া মৌজায় মেঘনা নদী দখল করে মেঘনা গ্রুপ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে। মেঘনা নদীর কোনো কোনো অংশে পাঁচশ ফুট আবার

কোনো অংশে সাতশ ফুট নদী দখল করেছে মেঘনা গ্রুপ। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে নদী, ঘরবাড়ি, খাস সম্পত্তি, শাখা নদী, সরকারি খাল, সবই সমান তালে দখল করেছে মেঘনা গ্রুপ। উপজেলার বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের আনন্দবাজার সংলগ্ন পূর্ব দামোদরদী, নরসুলদী ও নয়াপাড়া মৌজার মেঘনা নদীর প্রায় ৫০ একর জমি দখল করে নিয়েছে মেঘনা গ্রুপ। নদীগর্ভের প্রায় ৭০০ ফুট দখলে নিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মেঘনা গ্রুপের দখলের কারণে নদীর গতিপথ অনেকটা বদলে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানায়, আনন্দবাজারে মেঘনা গ্রুপের বর্জ্যের কারণে মেঘনা নদীর পানি প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। যার জন্য ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে নদীর পানি। ফলে বসনদরদী, দামোদরদী, খামারগাও, মামলুতপুর টেঙ্গারচর, খংসারদী, দামোদরদী ও মোবারকপুর এলাকার লোকজন রান্নাবান্না ও গৃহস্থালি কাজে পানির সঙ্কটে পড়েছেন। নদীর পানি দূষিত হওয়ায় সোনারগাঁও এলাকায় মাছের প্রজনন ধ্বংস হয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গায়ের জোরে মানুষের বসতবাড়ি ও খাসজমি এবং সরকারি খালও দখল করেছে মেঘনা গ্রুপ।"

ফরিয়াদি এ আপত্তিজনক প্রতিবেদন ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক এর কাছে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন কিন্তু সম্পাদক তাঁর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেননি। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে প্রকোপিত হয়েছে। পরিশেষে, ফরিয়াদি কাউন্সিল এর আইনের ১২ ধারার আলোকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

ফরিয়াদির প্রতিবাদলিপি নিম্নরূপ হুবহু ছাপানো হলোঃ-

তারিখ: জুন ০১, ২০১৯ইং

বিষয়: গত ৩১/০৫/২০১৯ তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায়"রহস্যে ঘেরা মেঘনা গ্রুপ: সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদী উচ্ছেদ" অভিযান শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ।

"মহোদয়,

বর্ণিত বিষয়ের শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ মেঘনা গ্রুপ এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজকে জড়িয়ে প্রকাশিত সংবাদ আদৌ সত্য নহে। একটি কুচক্রিমহল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি এবং মেঘনা গ্রুপের মত দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য দিয়ে বিকৃত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করেছে। তাই এই সংবাদের জোর আপত্তি, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গত ১৩/০২/২০১৯ এবং ২০/০৪/২০১৯ তারিখেও এই প্রতিবেদক জনাব মোক্তার হোসেন মোল্লা, সোনারগাঁও প্রদত্ত যথাক্রমে সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদীতে "নদী খেকোদের গ্রাসে 'মেঘনা' সোনারগাঁয়ে ৭ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নদী দখল" ও "নদী খেকোদের কবলে মেঘনা" শিরোনামে মেঘনা গ্রুপের বরাত দিয়ে যে অযাচিতভাবে মুখরোচক মিথ্যা, বানোয়াট ও দুরভিসন্ধিমূলক সংবাদ প্রকাশ করেছে তা আর যাইহোক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিচয় বহন করে না। কোনো বিশেষ মহলের ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় এ প্রতিবেদক এহেন মনগড়া সংবাদ প্রকাশ ও মিথ্যাচার করে সাংবাদিকতার মহান পেশাকে কলুষিত করেছে যা Yellow সাংবাদিকতার পরিচয় বহন করে। প্রতিবেদক জনাব মোক্তার হোসেন মোল্লা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে ধারাবাহিকভাবে একটি স্বনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এহেন মিথ্যা ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে প্রতিপক্ষের সুদীর্ঘ ৪০ বছরের অর্জিত সম্মান ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কাল হতে দেশের জনগণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনপূর্বক সুনামের সাথে বাজারে সরবরাহ করে আসছে। এজন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা প্রায় অর্ধ শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনপূর্বক প্রায় ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ কোষাগারে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রদান করে আসছে।

অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে সরকারের অভিযানকে মেঘনা গ্রুপ সব সময় স্বাগত জানায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেঘনা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মেঘনা নদীর পাড়ে ক্রয়কৃত রেকর্ডিয় ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং সরকারি বন্দোবস্তকৃত জমিতে বৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে যোগাযোগ সুবিধার কারণে মেঘনা নদীর পাড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হলেও মেঘনা

গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি সকল নিয়মকানুন অনুসরণ করে গড়ে তোলা হয়েছে। উপরন্তু নদীর পাড় ভাঙ্গন হতে রক্ষাসহ সকল রকম নদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রহস্যে ঘেরা মেঘনা গ্রুপ: সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদী উচ্ছেদ অভিযান শিরোনামে মেঘনা নদী দখল ও স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ বাস্তব বিবর্জিত ও নিলর্জ মিথ্যাচার। এহেন মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে মেঘনা গ্রুপকে হয়রানি ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। দেশে শিল্পায়নের পথ সুগম করতে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই মহতী শিল্প উদ্যোগ বাস্তবায়নে মেঘনা গ্রুপ সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে।

সুতরাং, আপনার স্বনামধন্য পত্রিকায় আমাদের প্রতিবাদ প্রকাশের মাধ্যমে ভুল সংবাদে সৃষ্ট গ্রুপের ইমেজ পুনর্গঠনে আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।
মেঘনা গ্রুপ সরকারের সকল নীতিমালা অনুসরণ ও পরিপালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ।”

প্রতিপক্ষের জবাবঃ

১-২ নং প্রতিপক্ষ ১৩ পৃষ্ঠাব্যাপি একদীর্ঘ জবাব দাখিল করেছেন। জবাবে তাঁদের প্রচারিত প্রতিবেদনগুলির সারমর্মের প্রতিফলন বলে দেখা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষগণ দরখাস্তকারীর আরজির বিভিন্ন উক্তি ও বিবরণ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, তঞ্চকতাপূর্ণ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও হয়রানিমূলক বলে দাবি করেছেন।
দরখাস্তকারীর অত্র দরখাস্ত দায়ের করার কোনো কারণ নাই। কারণাভাবে দরখাস্তকারীর দরখাস্তটি খারিজযোগ্য।
দরখাস্তকারী নিজেকে রক্ষা করার জন্য এবং বর্তমানে ছয়হিস্যা মৌজায় মেনীখালী নদীর তীর ঘেসে আরো নদী দখল করে ভরাট করার জন্য এবং তার অবৈধ দখলকৃত নদী, খাস সম্পত্তি, ফোরসোরল্যান্ডভুক্ত ভূমি এবং নদীর তীরবর্তী ভূমি অবৈধ দখল বজায় রাখার অপকৌশল হিসেবে অত্র মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেছে।
দরখাস্তকারীর আরজির বিভিন্ন প্যারায় উল্লেখিত উক্তি ও বক্তব্য যথা:-
২নং পৃষ্ঠায় “গ” নং দফায় ফরিয়াদি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার অন্তর্গত মেঘনা ঘাট এলাকায় নিজস্ব ক্রয়কৃত এবং সরকার হইতে বরাদ্দকৃত কয়েকশত একর সম্পত্তির উপর শিল্প পার্ক স্থাপন করার কথা,
উল্লেখিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সরকারের অভিযানকে সব সময় স্বাগত জানানোর কথা, মেঘনা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মেঘনা নদীর পাড়ে ক্রয়কৃত রেকর্ডিয় ব্যক্তি মালিকানাধীন এবং সরকারী বন্দোবস্তকৃত জমিতে বৈধভাবে গড়ে তোলার কথা, স্বাভাবিক নিয়মে যোগাযোগ সুবিধার কারণে মেঘনা নদীর পাড়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হলেও মেঘনা গ্রুপের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারি সকল নিয়ম কানুন অনুসরণ করে গড়ে তোলার কথা, নদীর পাড় ভাঙ্গন হতে রক্ষাসহ সকল রকম নদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা, ৩নং দফায় উল্লেখিত প্রকাশিত আপত্তিজনক প্রকাশ বা ছাপাইয়া প্রতিবেদন ফরিয়াদির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার কথা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, কাল্পনিক, ভিত্তিহীন, তঞ্চকতাপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হলো।
দৈনিক ইনকিলাব বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত, স্বনামধন্য, শীর্ষ স্থানীয় প্রথম সারির জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং পত্রিকাটি ৪ জুন ১৯৮৬ সাল থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।
দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় দেশ ও জনগণের পক্ষে এই মূল মন্ত্র ধারণ করে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
বহুল প্রচারিত দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাটি সমাজের ও রাষ্ট্রের সত্য, তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে জনগণের ব্যাপক আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।
১নং প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাটি অত্যন্ত সুনামে সহিত প্রকাশনা ও সম্পাদনা করে আসছেন। তিনি সর্বদা পক্ষপাতহীন, বস্তুনিষ্ঠ, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দল দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য, তথ্যবহুল ও

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে ইতোমধ্যে সম্পাদক হিসেবে বেশ সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। দৈনিক ইনকিলাব কখনোই হলুদ সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী নয়।

২নং প্রতিপক্ষ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার সোনারগাঁ উপজেলা সংবাদদাতা হিসেবে বিগত ২০০৫ সাল থেকে অদ্যাবধি অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে প্রায় ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর যাবৎ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি অনুসন্ধানী সংবাদ সংগ্রহ করে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশ করে আসছেন এবং তিনি কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সর্বদা সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে আসছেন।

জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, সোনারগাঁও উপজেলার আষাড়িয়ার চর মৌজার দুই পাশে প্রবাহিত মেনীখালী নদীর আষাড়ীয়ার চর ব্রিজ হতে পিরোজপুর মৌজার নয়াগাও গ্রাম, দুধঘাটা গ্রামের আংশিক হয়ে পাওয়ার প্ল্যান্ট হয়ে আষাড়ীয়ার চর ব্রিজ (গঙ্গানগর) পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটারের উপরে মেনীখালী নদী দখল করে মেঘনা গ্রুপ। মেনিখালী নদীটি অস্তিত্ব সিএস, এসএ এবং আরএস নকশায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানে নকশা অনুযায়ী যদি সরেজমিনে মাপা হয় তাহলে মেনীখালি নদীর দুই কিলোমিটারেরর উপরে অবৈধ দখলের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হবে।

বিগত ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় "নদী দখলের উৎসবে মেঘনা গ্রুপ" নজিরবিহীনভাবে চলছে একের পর এক দখল, নিরীহ মানুষেরও রক্ষা নেই" শীর্ষক লিড নিউজ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংবাদের মূল কথা হলো দিনে দিনে "ভয়াল দানব" হয়ে উঠেছে মেঘনা গ্রুপ।

জবাবে আরও উল্লেখ করে যে, "অত্র মামলার ফরিয়াদির পক্ষ হতে প্রেরিত প্রতিবাদ লিপিটি প্রতিবেদকের বক্তব্যসহ ছাপানোর পূর্বেই ফরিয়াদি পক্ষ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বরাবর অত্র মোকদ্দমা দায়ের করায় প্রতিবাদ লিপিটি ছাপানো হয় নাই।

জবাবে আরও দাবি করেন যে, অত্র মামলার ২ নং প্রতিপক্ষ সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রহস্য ঘেরা মেঘনা গ্রুপ" শীর্ষক শিরোনামে সংবাদটি প্রেরণ করেন এবং তা প্রচার করা হয়। প্রকাশিত সংবাদে যে সব তথ্য উপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত নয়। স্থানীয় ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর কার্যালয় সোনারগাঁ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, সোনারগাঁ, বিআইডব্লিউটিএ এর কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ, নদী রক্ষা কমিশনের সদস্যগণের পরিদর্শন এর তথ্যের ভিত্তিতে এবং ঘটনাস্থলে সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীদের সাথে আলোচনাকালে তাদের বক্তব্য কোট করা হয়।

প্রতিপক্ষ অবৈধভাবে সরকারি জমি ভরাট এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে চিঠি চালাচালির প্রমাণস্বরুপ নিম্নে বর্ণিত চিঠিগুলির বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন:

বিগত ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ জনাব মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে সরকারি খাস ভূমিতে অবৈধভাবে বালু ভরাট বন্ধের নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) উল্লেখ করেন সোনারগাঁও উপজেলাধীন আষাড়ীয়ার চর মৌজাস্থিত ১০৭৪,১০৮৬,১০৯৪,১০৯৫,১১৪৩ ও ১১৪৪ নং দাগের নাল ও নদী শ্রেণির সরকারি খাস ভূমিতে অবৈধভাবে বালু ভরাট করত দখলের পায়তারা করছেন মর্মে সরেজমিনে তদন্তে পরিলক্ষিত হয় এবং তদন্তকালে বালু ভরাট বন্ধ রাখার জন্য মৌখিকভাবে বলা হয়। সরকারি খাস ভূমিতে অবৈধভাবে বালু ভরাট করায় কেন আপনার পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ৩(তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করার পরও এখন পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেননি মেঘনা গ্রুপ।

বিগত ০৮/১০/২০১৮ তারিখে সহকারী কমিশনার(ভূমি) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে চলমান রিট পিটিশন মোকদ্দমা নং ১১৪৫৪/২০১৮ এবং ১১৬১৯/২০১৮ ভুক্ত নালিশী ভূমি পরিমাপ করত চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গে নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) উল্লেখ করেন যে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগে হিউম্যান রাইটস

এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (এইচআরপিবি) কর্তৃক মেনিখালী নদী ভরাট করত পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্টকরণ বিষয়ে ১১৪৫৪/২০১৮ এবং ১১৬১৯/২০১৮ নং রিট দায়ের করা হয়েছে। উক্ত রিট মোকদ্দমার আলোকে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রতিপালনের স্বার্থে আপনার প্রতিষ্ঠানলাগোয়া মেঘনা নদী/নদীর তীরবর্তী নালিশী ভূমি পরিমাপ করত চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, আপনার প্রতিষ্ঠানের মালিকানার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, মৌজা নক্সা এবং প্রকল্প নক্সাসহ আগামী ১৯/১১/২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় সরেজমিনে প্রতিনিধি উপস্থিত রেখে পরিমাপ কার্যক্রমে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করা হলেও অদ্যাবধি মেনীখালী নদী বিন্দুমাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি মেঘনা গ্রুপের অবৈধ দখল থেকে।
বিগত ০৮/১১/২০১৮ তারিখে সহকারী কমিশনার(ভূমি) সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ সরকারি খাস ভূমিতে অবৈধভাবে মাটি ভরাট প্রসঙ্গে জনাব মোস্তফা কামাল ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা ইকোনমিক জোন লিমিটেডকে নোটিশ প্রেরণ করেন। উক্ত নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, আপনার পরিচালিত মেঘনা ইকোনমিক জোন লিমিটেড এর পক্ষে পরিচালক তানভীর আহম্মেদ মোস্তফা কর্তৃক সোনারগাঁও উপজেলাধীন আষাড়ীয়ার চর মৌজাস্থিত তফসিল বর্ণিত ০১নং সরকারি খাস খতিয়ানভুক্ত ভূমিতে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে অবৈধভাবে মাটি ভরাটের মাধ্যমে অবৈধ দখলের পায়তারা করায় কেন আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা আগামী ০৩(তিন) কার্য দিবসের মধ্যে স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে সশরীরে উপস্থিত হয়ে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে কারণ দর্শানোর জন্য অনুরোধ করা হলেও কোনো পদক্ষেপ নেয়নি মেঘনা গ্রুপ।

উক্ত নোটিশে দখলকৃত জমির তফসিল নিম্নরুপ আরএস ০১নং খতিয়ানের আরএস ১০৮৬ নং দাগে বালুচর ১.৩৪ একর, ১১৪৩ নং দাগে বালুচর ১.৪৪ একর,১১৪৪ নং দাগে নদী ১৫.৬০ একর, ১০৭৪ নং দাগে নদী ৩১.৮০ একর এবং ১০৯৮ নং দাগে হালট ১.৪২ একর সর্বমোট ৫১.৬০ একর অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে নোটিশ প্রাপ্তির পরও কোনো কর্ণপাত করেনি মেঘনা গ্রুপ।
বিগত ০৩/০৬/২০১৮ তারিখে সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর কার্যালয়, সেনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ এর পত্র মূলে অবৈধভাবে দখলকৃত ভূমি স্বউদ্যোগে অপসারণ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিজ ইকোনমিক জোন লিঃ কে নোটিশ প্রেরণ করেন। উক্ত নোটিশ এ উল্লেখ করা হয়, সরকারি রাস্তার উপর কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অবৈধভাবে মাটি/বালু ভরাট করাসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করত জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের অপচেষ্টায় লিপ্ত। কাজেই দরখাস্তকারীর মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগটি সরাসরি খারিজ করার জন্য আবেদন করেছেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক দাখিলকৃত গত ১৮-০৯-২০১৯খ্রি. তারিখের জবাবের বিরুদ্ধে ফরিয়াদি প্রতি উত্তর দাখিল করেন।
ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, অত্র প্রতি উত্তরে প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক দাখিলি জবাবের যে সকল বিষয় ও বক্তব্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হলো না সেই সকল বিষয় ও বক্তব্যসমূহ ফরিয়াদি কর্তৃক সরাসরি অস্বীকৃত হয়েছে বলে গণ্য হবে।
প্রতিপক্ষগণের পক্ষে দাখিলি লিখিত জবাবে অত্র ফরিয়াদির বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা, বানোয়াট এবং মানহানিকর অভিযোগসমূহ অত্র ফরিয়াদি কর্তৃক সরাসরি অস্বীকৃত হয় বটে। উল্লেখিত দাবির সমর্থনে প্রতিপক্ষগণ কোনো দালিলিক প্রমাণ বিজ্ঞ কাউন্সিলে দাখিল করেননি। উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে অত্র ফরিয়াদির বক্তব্য নিম্নরূপ:-
৭নং দফায় বক্তব্য মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ মেনীখালি নদীর আশে পাশে কোনো প্রকার স্থাপনা বা ফ্যাক্টরি স্থাপন করেননি। কথিত অভিযোগ বাস্তবতা বিবর্জিত। ৮-৯ নং দফায় প্রতিপক্ষগণ ১৫-০৯-২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন" এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকাদ্বয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন হুবহু উল্লেখ করে প্রতিপক্ষগণ তাদের মিথ্যা বানোয়াট বক্তব্যসমূহকে প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পত্রিকা দুইটি বসুন্ধরা

গ্রুপের মালিকানাধীন হওয়ায় এবং অত্র ফরিয়াদি বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বসুন্ধরা গ্রুপের প্ররোচনায় পত্রিকা দুইটিতে ১৫-০৯-২০১৮ তারিখে অত্র ফরিয়াদি সম্পর্কে মিথ্যা এবং বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশ করে। অত্র ফরিয়াদি উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে উক্ত পত্রিকা দুইটির বিরুদ্ধে এবং প্রকাশক ও সম্পাদকগণের বিরুদ্ধে মোকাম ঢাকার ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে মানি মোকদ্দমা নং ৯৯/২০১৯ দায়ের করে এবং বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন উক্ত পত্রিকাসমূহ অত্র ফরিয়াদির বিরুদ্ধে কোনো কুৎসামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে না পারে তৎমর্মে ইনজাংশন প্রার্থনা করে এবং মাননীয় আদালত শুনানি অন্তে উক্ত পত্রিকাসমূহের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করেন। বর্তমানে মোকদ্দমাটি বিচারাধীন।

গঙ্গানগর এলাকায় কোম্পানি বৈধভাবে জমি ক্রয় ও সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত মূলে মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ভোগদখলকার নিরত আছে। আষাঢ়িয়ারচর মৌজার দৈর্ঘ্য ৫,২২০ ফুট বা ১.৪৩ কি: মি: এবং প্রস্থ ৯৫০ ফুট বা ০.৫০ কি:মি: এমতাবস্থায় ২ কিলোমিটার নদী দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। নরসূলদী, পূর্বদামোদরদী টেঙ্গারচর ও নয়াপাড়া মৌজায় ফরিয়াদির কোম্পানি বৈধভাবে জমি ক্রয় করে সকলের জ্ঞাতসারে ভোগ দখলে বিদ্যমান আছে। ছয়হিস্যা, চরভবনাথপুর, জৈনপুর, দুধঘাটা ও কোরবানপুর এলাকায় কোম্পানির কোনো প্রকার কার্যক্রম নেই এবং ১০০ বিঘা জমি গ্রাসের অভিযোগ ভিত্তিহীন। সোনারগাঁ উপজেলায় ২ কিলোমিটার নদীর কোন জায়গা দখল করেছে তা প্রতিপক্ষ সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ না করে ঢালাওভাবে উল্লেখ করেছে।

আষাঢ়িয়ারচর মৌজায় কোম্পানির ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ ২১০ বিঘা এবং সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ৭.৩৩ বিঘা। কোম্পানির ভরাটকৃত জমির পরিমাণ ২১৫ বিঘা। প্রতিপক্ষের লিখিত জবাবে উল্লেখিত উক্ত মৌজায় কোম্পানি ৩৫০ বিঘা সম্পত্তিতে মাটি ভরাট করার দাবি ভূয়া, ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত। প্রকল্প এলাকায় আষাঢ়িয়ারচর মৌজার প্রকল্প এলাকার দৈর্ঘ্য ৩৯০০ ফুট বা ১.১৮ কি: মি: এবং প্রস্থ ৭০০ ফুট বা ০.২১ কি: মি:। এমতাবস্থায়, ২ কিলোমিটার নদী দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। উক্ত মৌজার সংক্রান্তে সে সকল নোটিশের বিষয়ে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছেন যে সকল নোটিশ স্ব স্ব দপ্তরে জবাব দাখিলক্রমে ক্ষেত্র মতে সরেজমিন তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি হয়েছে। উক্ত মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৯৭৪, ১০৩৫, ১০৮৬ ও ১১৪৩ নং দাগের ৭.৩৩ বিঘা সম্পত্তি সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার দলিল নং- ৫৪০৯ তারিখ ৩০/০৪/২০১৯। গঙ্গানগর এলাকায় কোম্পানির ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ ২৩ বিঘা এবং সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্তপ্রাপ্ত ১০ বিঘা। কোম্পানির ভরাটকৃত জমির পরিমাণ ৩৩ বিঘা। এমতাবস্থায় ১৫০ বিঘার জমির ফ্রেশ চা কারখানা স্থাপনের তথ্যটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উক্ত এলাকার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত ৩০৯০ নং দাগের ১০ বিঘা সম্পত্তি সরকারের নিকট হতে দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার দলিল নং- ৫৪০৯, তারিখ ৩০/০৪/২০১৯ উক্ত মৌজা সংক্রান্তে যে সকল নোটিশের বিষয়ে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেছে সে সকল নোটিশ স্ব স্ব দপ্তরে জবাব দাখিলক্রমে (ক্ষেত্র মতে সরেজমিন তদন্ত করে) নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষের দাবিকৃত আব্দুল মান্নানের জমির পরিমাণ ৫০ বিঘা বিষয়টি ভূয়া ভিত্তিহীন। আব্দুল মান্নানের জমির হুকুম দখল মামলা নং০৭/১৫-১৬ এর মোতাবেক অধিগ্রহণ করত গত ৭ই মার্চ ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এ ৬ষ্ঠ খণ্ডে ১৮৬০ নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় যাতে জমির পরিমাণ ৪.৫৬ বিঘা।

ছয়হিস্যা, চরভবনাথপুর, জৈনপুর, নরোত্তমপুর ও ভাটিবন্দ মৌজায় জমি দখলের যে অভিযোগ প্রতিপক্ষ করেছেন তা ভূয়া ভিত্তিহীন। উক্ত মৌজাসমূহে দরখাস্তকারীর ভূমি ক্রয় চলমান। কিন্তু মাটি ভরাট কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়নি।

দুধঘাটা ও কোরবানপুর এলাকায় দরখাস্তকারী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি ক্রয় করছেন। উক্ত এলাকায় জমি ক্রয় ব্যতিত অন্য কোনো প্রকার কার্যক্রম যথা ভূমি উন্নয়ন বা মাটি ভরাট আরম্ভ করেননি।

মেঘনাঘাটস্থ ঝাউচর এলাকায় দরখাস্তকারী পক্ষের সুগার, সল্ট ও পাল্প এন্ড পেপার সাইটের ২৯০ বিঘা সম্পত্তির মধে ৪০ বিঘা সম্পত্তি নদী ভাঙ্গনের ফলে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

এমতাবস্থায়, ৩০০ বিঘা জমি ফরিয়াদি পক্ষের দখলে থাকার তথ্যটি মিথ্যা এবং ১০০ বিঘা নদী দখলের তথ্যটিও অনুরূপ মিথ্যা। দরখাস্তকারী পক্ষের যে পরিমাণ জমি দখলে রাখার বিষয়ে প্রতিপক্ষ তাদের লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন তা বাস্তবতা বিবর্জিত, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত।

মিনিখালী ও মাড়িখালী নদীর আশে পাশে দরখাস্তকারী পক্ষের কোনো প্রকার প্রকল্প বা স্থাপনা নেই বিধায় উক্ত নদীসমূহ দখলের কোনো প্রশ্নই উঠে না। নদী দখল সংক্রান্ত যে সকল রিট পিটিশন/মোকদ্দমা বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত মামলাসমূহে দরখাস্তকারীর পক্ষকে বিবাদী বা পক্ষভুক্ত করা হয়নি কিংবা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আদেশ হয়নি।

রতদী মৌজার ১নং খাস খতিয়ানভুক্ত সরকারি রাস্তা অবৈধ দখলের বিষয়ে প্রতিপক্ষ যে অভিযোগ করেছে তা বাস্তবতা বিবর্জিত, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। উক্ত দাগসমূহ দরখাস্তকারী পক্ষের আওতা বহির্ভূত।
প্রতিপক্ষের ১৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত চর রমজান সোনাউল্লা মৌজার দিয়ারা ৭০০৩, ৭০০৪, ৭০০৫ ও ৭০০৬ নং দাগ প্রথম পক্ষের নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি।
নয়াপাড়া মৌজার এসএ যে সকল দাগের বিষয়ে প্রতিপক্ষ তার লিখিত দাগসমূহ উল্লেখ করেছেন উক্ত দাগসমূহ দরখাস্তকারী পক্ষের প্রকল্পের বাহিরে ও আনন্দ বাজার এলাকার ভিতর অবস্থিত। আনন্দ বাজার প্রকল্পে ফরিয়াদি পক্ষের ক্রয় ও ভোগ দখলীয় সম্পত্তির পরিমাণ ৫৭ একর এর মধ্যে প্রতিপক্ষের দাবিকৃত ৫০ একর সম্পত্তি দখলের অভিযোগ ভিত্তিহীন।

উক্ত প্রকল্পের এলপি গ্যাস ও জাহাজ নির্মাণ শিল্প কারখানা অবস্থিত। উক্ত শিল্পসমূহে কোনো প্রকার পানি দূষণীয় বর্জ্য উৎপন্ন হয়না বিধায় প্রতিপক্ষে অভিযোগ ভূয়া, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। উক্ত প্রকল্পের নদীর পাড়ে গড় প্রস্থ ৫০০ ফুট। এমতাবস্থায় ৭০০ ফুট নদী দখলের অভিযোগ ভূয়া ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও কল্পনা প্রসূত।

ফ্রেশ সিমেন্ট ও মেঘনা গ্রুপের বিষয়ে প্রতিপক্ষ যে অভিযোগ করেছে তা ভূয়া ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। ফ্রেশ সিমেন্ট ও মেঘনা গ্রুপ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিধি মোতাবেক ফোরশোর ল্যান্ডসহ জেটি স্থাপনের বিধি মোতাবেক অনুমতি নিয়ে জেটি স্থাপন ফোরশোর ল্যান্ড ব্যবহার করছে।

লঞ্চঘাট এলাকা সংলগ্ন দরখাস্তকারী পক্ষের ট্রাক ইয়ার্ডের ভূমি সংক্রান্তে প্রতিপক্ষ যে অভিযোগ করেছে তা ভূয়া ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত। উক্ত ভূমি সংক্রান্তে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করেছে। উক্ত কমিটিতে জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রশাসন, জরিপ অধিদপ্তর ও দরখাস্তকারী পক্ষের প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। উক্ত কমিটি দরখাস্তকারী পক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জমি চিহ্নিতকরণ ও নদীর সীমানা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে যা চলমান আছে।
মুন্সিগঞ্জ জেলায় ফরিয়াদির পক্ষের কোনো প্রকার ফ্যাক্টরি বা স্থাপনা নাই।

প্রতিপক্ষ প্রভিটা ফিড এর ৪০ বিঘা জমি দখলের যে অভিযোগ করেছে উহা সত্য নয়। প্রভিটা ফিড ও ফরিয়াদি পক্ষ স্ব- স্ব অবস্থানে বিদ্যমান রয়েছে এবং জমি বিনিময়ের আলাপ আলোচনা চলছে।
ফরিয়াদি পরিবেশ আইন লঙ্ঘন করে কোথাও ভরাট কার্যক্রম পরিচালনা করেননি। কোনো ব্যক্তি মালিকানাধীন বা সরকারি খাস জমি জবর দখল করেননি। ফরিয়াদি মেঘনা ঘাট ও পাশ্ববর্তী এলাকায় কয়েক হাজার একর সম্পত্তি খরিদ করে এবং সরকারের নিকট হতে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত

গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সকল পর্যায়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর ফ্যাক্টরিসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কয়েক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করেছে এবং প্রতি বছর কয়েক হাজার কোটি টাকা ভ্যাট, ট্যাক্স, আমদানি শুল্ক বাবদ রাজস্ব পরিশোধ করে আসছে। প্রতিপক্ষগণ হিংসার বশবর্তী হয়ে এবং অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার আশায় ফরিয়াদির বিরুদ্ধে মিথ্যা, অপমানকর ও মানহানিমূলক তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রচার করেছে; যাতে ফরিয়াদির অপূরণীয় ব্যবসায়িক, আর্থিক, সামাজিক এবং মানসিক ক্ষতির কারণ ঘটিয়েছে। অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায়বিচারের স্বার্থে ফরিয়াদির অত্র প্রতিউত্তর গ্রহণক্রমে প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ প্রদানের জন্য আবেদন করেছে।

যুক্তিতর্ক:

অদ্য ১০/০৮/২০২০ তারিখে শুনানির দিন ধার্য আছে। ফরিয়াদির আইনজীবী এবং প্রতিপক্ষের প্রতিবেদক উপস্থিত আছেন। মামলাটি ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি করা হয়। ফরিয়াদির আইনজীবী ফরিয়াদির আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদির প্রতিউত্তর উপস্থাপন করেন।

তিনি নিবেদন করেন যে বিতর্কিত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রচার করা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হলো ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন এবং ব্ল্যাকমেইল করা।

প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে মেঘনা গ্রুপ এর ব্যবসায়িক প্রতিপক্ষের কথা মতে প্রতিবেদক নিজে তথাকথিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেননি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকাদ্বয়ের সাংবাদিকদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এবং অন্যায় লাভের কু-মানসে ৩১/০৫/২০১৯ তারিখে এই মিথ্যা তথ্য দিয়ে "রহস্যে ঘেরা মেঘনা গ্রুপ" শিরোনামে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। উল্লেখিত দুইটি পত্রিকা বসুন্ধরা গ্রুপের সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা। ফরিয়াদি বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এ বানোয়াট প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

তিনি বলেন প্রতিপক্ষের জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যের প্রত্যেকটি অভিযোগের জবাব ফরিয়াদি তাঁর প্রতিউত্তরে প্রদান করেছে এবং জবাবের সাথে প্রতিউত্তরের বক্তব্য তুলনা করে দেখা যাবে যে প্রতিবেদনটি মিথ্যা তথ্যসম্বলিত একটি তথাকথিত প্রতিবেদন।

তিনি ৩১/০৫/২০১৯ তারিখের প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিবেদন করেন যে তথাকথিত প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে মেঘনা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোস্তফা কামাল বা তাঁর প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিনিধির কোনো বক্তব্য বা মতামত নেয়নি। কেবল একতরফাভাবে ইচ্ছামত ফরিয়াদির বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট এবং মানহানিকর প্রতিবেদনটি প্রচার করে।

তিনি নিবেদন করেন ফরিয়াদি এই প্রতিবেদনের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিবাদপত্রটি ছাপায়নি।

তাঁদের জবাবে এ ব্যাপারে একটি খোড়া ওজুহাত দাঁড় করেছে মাত্র। সত্যকথা হলো প্রতিবাদপত্রটি ইচ্ছা করে ছাপায়নি এবং এতে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক করণীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে এবং এই একটি মাত্র কারণে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করা প্রয়োজন। তিনি নিবেদন করেন যে ফরিয়াদির দাখিলকৃত প্রতিউত্তর পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি কত মিথ্যা এবং এই মিথ্যা তথ্যসম্বলিত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রতিবেদককে শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন এবং এরাই মহান পেশাটি কলুষিত করছে এবং এরূপ সাংবাদিকরাই হলুদ সাংবাদিকতার রূপকার এবং এই প্রতিবেদনটি হলুদ সাংবাদিকতার অংশ।

তিনি বলেন যে অসত্য, বানোয়াট এবং মনগড়া প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য বসুন্ধরা গ্রুপের পত্রিকা দুটির বিরুদ্ধে জেলা জজ কোর্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে মামলাগুলি শুনানি পর্যায়ে রয়েছে।

বিজ্ঞ আইনজীবী পরিশেষে ৩১/০৫/২০১৯ সালে ইনকিলাব পত্রিকায় অসত্য বানোয়াট এবং মানহানিকর সংবাদ প্রতিবেদন প্রচারের জন্য আইনানুগ শাস্তি প্রদানের জন্য আবেদন করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষের আইনজীবী ফরিয়াদির আইনজীবীর অভিযোগ অস্বীকার করে নিবেদন করেন যে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাটি বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় প্রথম সারির জাতীয় দৈনিক পত্রিকা যা ১৯৮৬ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদক অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে সংবাদ প্রকাশ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন।

তিনি সর্বদা পক্ষপাতিত্বহীন, বস্তুনিষ্ঠ, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা দল দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সত্য, তথ্যবহুল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে সম্পাদক হিসেবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং দৈনিক ইনকিলাব কখনোই হলুদ সাংবাদিকতায় বিশ্বাস করে না।

তিনি বলেন যে মেঘনা গ্রুপ কর্তৃক বিভিন্ন নদী এবং সরকারি জমি দখল এর ব্যাপারে একটি খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। সরকারের স্থানীয় প্রশাসন তাদের অন্যায় কাজের জন্য নোটিশ প্রদান করেছে কেবল ঐ সমস্ত বিষয়গুলি প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে "রহস্য ঘেরা মেঘনা গ্রুপ" শীর্ষক শিরোনামে সংবাদটি প্রচার করা হয়। প্রকাশিত সংবাদে যে সব তথ্য উপাত্ত উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত নয়। স্থানীয় ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনারগাঁও নদীরক্ষা কমিশনের পরিদর্শন এর তথ্যের ভিত্তিতে এবং ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং এলাকাবাসী এবং ভুক্তভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সত্য ও সঠিক সংবাদটি প্রকাশ করা হয়। এছাড়ও বিভিন্ন সরকারি দফতরের নোটিশ এবং ইতঃপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক জাতীয় পত্রিকার প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশ কোট করা হয়েছে। মেঘনা গ্রুপের অবৈধ নদী দখলের বিষয়ে এলাকাবাসী মানব বন্ধনসহ প্রতিবাদ সভা ও একাধিকাবার বিচার সালিশ অনুষ্ঠিত করে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের তথ্য উপাত্ত ও যথাযথ প্রমাণ ও স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ভুক্তভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সত্য ও সঠিক সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিবেদনের আপত্তিজনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশের সুযোগ নেই। প্রকাশিত সংবাদটি শতভাগ সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যবহুল ও উপযুক্ত প্রমাণসহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মেঘনা গ্রুপের নদী দখল অব্যাহত রাখার একটি অপকৌশল হিসেবে এবং মেঘনা গ্রুপের দখলকৃত মেঘনা নদীতে তাদের অবৈধ দখল যেন উচ্ছেদের আওতায় না পড়ে, বর্তমানে উপজেলার ছয় হিস্যা মৌজায় মেনীখালী নদীর তীরবর্তী কৃষি জমি ভরাট অব্যাহত রাখতে ও ভবিষ্যতে যাতে নদী দখলের মহাউৎসব যেন নির্বিঘ্নে চালাতে পারে এবং সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছেন। কাজেই দরখাস্তকারীর মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগটি সরাসরি খারিজ করার জন্য আবেদন করেছেন।

"এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি দফতরের নোটিশ এবং ইতঃপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক জাতীয় পত্রিকার প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশ কোট করা হয়েছে। মেঘনা গ্রুপের অবৈধ নদী দখলের বিষয়ে এলাকাবাসী মানব বন্ধনসহ প্রতিবাদ সভা ও একাধিকবার বিচার সালিশ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের তথ্য উপাত্ত ও যথাযথ প্রমাণ ও স্থানীয় এলাকাবাসী এবং ভুক্তভোগীদের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত সত্য ও সঠিক সংবাদটি প্রকাশিত হয়। এখানে প্রতিবেদনের আপত্তি জনক, অসত্য কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য প্রকাশের সুযোগ নেই। প্রকাশিত সংবাদটি শতভাগ সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ, তথ্য বহুল ও উপযুক্ত প্রমাণসহ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, মেঘনা গ্রুপের নদী দখল অব্যাহত রাখার একটি অপকৌশল হিসেবে এবং মেঘনা গ্রুপের দখলকৃত মেঘনা নদীতে তাদের অবৈধ দখল যেন উচ্ছেদের আওতায় না পড়ে, বর্তমানে উপজেলার ছয় হিস্যা মৌজায় মেনীখালী নদীর তীরবর্তী কৃষি জমি ভরাট অব্যাহত রাখতে ও ভবিষ্যতে নদী দখলের মহাউৎসব যেন নির্বিঘ্নে চালাতে পারে এবং সরকারি সম্পত্তি আত্মসাৎ করার অসৎ উদ্দেশ্যে অত্র মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছেন। কাজেই দরখাস্তকারীর মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগটি সরাসরি খারিজ করার জন্য আবেদন করেছেন।"

তিনি পত্রিকায় ফরিয়াদির প্রতিবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে বলেন যে প্রতিপক্ষের পক্ষে তাদের দাখিলি জবাবে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যখন প্রতিবাদপত্রটি

কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তগত হয় তখন ফরিয়াদি কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করে ফেলেছে, তাই এই প্রতিবাদপত্রটি ছাপানো সম্ভব হয়নি। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।
তিনি আরও নিবেদন করেন যে কেবল ইনকিলাব পত্রিকায় নয় বরং বিগত ১৫/০৯/২০১৯তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় "নদী দখলের উৎসবে মেঘনা গ্রুপ", শীর্ষক লিড নিউজ প্রকাশ করে। উক্ত সংবাদের মূলকথা হলো দিনে দিনে ভয়াল দানব হয়ে উঠেছে মেঘনা গ্রুপ"। ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে কালের কণ্ঠ লিড নিউজ করেছে "নদী গিলছে মেঘনা গ্রুপ"।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য কাউন্সিল কমিটি শুনেছেন। উভয় পক্ষের উপস্থাপিত কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। ইনকিলাব ৩১/০৫/২০১৯ সালে প্রচারিত প্রতিবেদন দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর ১৫/০৯/২০১৯ তারিকে প্রচারিত প্রতিবেদন এবং কালের কণ্ঠ ১৫/০৯/২০১৯ তারিখে প্রকাশ করেছে নদী গিলছে মেঘনা গ্রুপ" শিরোনামে কালের কণ্ঠে প্রচারিত প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করা হলো। পত্রিকাগুলি মেঘনা গ্রুপ কর্তৃক বিভিন্ন এলাকায় নদী এবং সরকারের খাস জমি দখল ইত্যাদির ব্যাপারে স্থানীয় জনগণ এবং সরকারের স্থানীয় প্রশাসন এর কাগজপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনগুলি প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু বিচারিক কমিটির দেখার বিষয় হলো ৩১/০৫/২০১৯ তারিখে প্রচারিত এই প্রতিবেদনটি সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও সংশ্লিষ্ট আইনকানুন মেনে করা হয়েছে কি না। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে মেঘনা গ্রুপের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিনিধির মতামত গ্রহণ করা হয়নি। ফরিয়াদির প্রতিবাদপত্র ছাপা হয়নি। এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষের ব্যাখ্যা হলো যে প্রতিবাদপত্র পাওয়ার পূর্বেই ফরিয়াদি কাউন্সিলে মামলা রুজু করে ফেলেছে। এ কারণে প্রতিপক্ষ প্রতিবাদপত্র প্রকাশ করতে পারেনি। এর আইনগত দিক হলো মামলা চলাকালিন অবস্থায় প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ছাপাতে পারবেনা কিন্তু প্রতিবাদপত্র ছাপাতে কোনো বাধা নেই। এতে দেখা যাচ্ছে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ফরিয়াদির বিরুদ্ধে প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে কোনো বক্তব্য গ্রহণ করেননি। প্রতিবাদলিপি ছাপাননি। এই প্রচারিত প্রতিবেদনে যতই তথ্য উপাত্তসহ অভিযোগ উপস্থাপিত হোক কিন্তু সংবাদটি সাংবাদিকতার রীতিনীতি মেনে না করা হলে এটা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ বলা যাবে না বরং এই সংবাদটি একতরফা, মনগড়া এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।
এক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালার বিষয়ে বলতে গেলে অনিবার্যভাবে সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা ও এর সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ এসে যায়। তথ্য ও সত্য প্রকাশে সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত। তবে মনে রাখা জরুরি যে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার অর্থ অনুমোদিত স্বেচ্ছাচার নয়। সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত রয়েছে সামাজিক অধিকার ও নৈতিক দায়বদ্ধতার মূল্যবোধ। সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রধান লক্ষ্য বা মিশন হলো সংবাদ ও মতামত পরিবেশনের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি ও কল্যাণকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেওয়া। বিচারিক কমিটি বর্তমান ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছে যে প্রতিপক্ষ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো রীতিনীতি মানেননি।
এ সংক্রান্তে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি হলো:-

৪। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকের প্রাপ্ত তথ্যাবলির সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা

১১। ব্যক্তি বিশেষে, সংস্থা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো জনগোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তাদের স্বার্থ ও সুনামের ক্ষতিকর কোনো কিছু যদি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তবে পক্ষপাতহীনতা ও সততার সাথে সংবাদপত্র বা সাংবাদিকের উচিত ক্ষতিকর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে দ্রুত এবং সংগত সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ বা উত্তর দেয়ার সুযোগ প্রদান।

১২। প্রকাশিত সংবাদ যদি ক্ষতিকর হয় বা বস্তুনিষ্ঠ না হয় তবে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার, সংশোধন বা ব্যাখ্যা করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করা;

১৭। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা;

প্রতিপক্ষ উপরিউক্ত আচরণবিধি বিধানের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাশীল নয় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। মোট কথা হলো প্রতিপক্ষগণ আচরণবিধি মানেননি বরং লঙ্ঘন করেছেন। এ দায়িত্ব কেবল প্রতিবেদক এর উপর বর্তায় না বরং সম্পাদকের উপরও বর্তায়। সম্পাদক প্রতিবেদনটি প্রচারের পূর্বে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন বলে দেখা যাচ্ছে না।
এ ক্ষেত্রে সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেননা।

এই প্রতিবেদন প্রচারের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে তথ্য যাচাই করাই সাংবাদিকতার নীতি আদর্শ;
কিন্তু স্বীকৃত মতে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির কোনো বক্তব্য গ্রহণ করেননি এবং প্রতিবাদও ছাপায়নি।
কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সুনামের ক্ষতি করা হয়েছে;
যা টাকা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় দেখা গেছে বিতর্কিত সংবাদ প্রকাশ করে প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত অনুসরণীয়
আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন।

এই প্রসংগে জনাব গোলাম সারওয়ার (প্রয়াত) সম্পাদক "সমকাল" এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত হলুদ সাংবাদিকতা পুস্তকে প্রকাশিত খুবই প্রাসংগিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্বৃত করা হলোঃ-

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদণ্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোনো সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কি না তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কি না তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো*

না। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।"

সার্বিক বিবেচনায় বিচারিক কমিটি মনে করে ফরিয়াদি তাঁর মামলা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিউত্তর ও প্রতিপক্ষের জবাব এবং পক্ষগণের দাখিলি কাগজপত্র ও তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে সদস্যগণের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষগণ যাচাইবিহীন একতরফা ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকদের অনুসরণীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই, প্রতিপক্ষগণকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। ১নং প্রতিপক্ষ "দৈনিক ইনকিলাব" এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় রায়টি প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদি তাঁর প্রয়োজনে ইচ্ছা করলে নিজ খরচে যে কোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তবে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

খন্দকার মুনীরুজ্জামান
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য